মামলুকাতুল্লাহ

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

রুকু ৫

(১)জনতার ঢল দেখে হযরত ইসা আ. পাহাড়ের ওপর উঠলেন। তিনি বসার পর তাঁর হাওয়ারিরা তাঁর কাছে এলেন। (২)অতঃপর তিনি তাদের এই বলে শিক্ষা দিতে লাগলেন-

(৩)"রহমতপ্রাপ্ত তারা, রুহে যারা গরিব; কারণ বেহেস্তি রাজ্য তাদেরই। (৪)রহমতপ্রাপ্ত তারা, যারা দুঃখশোকে কাতর; কারণ তারা সান্ত¡না পাবে। (৫)রহমতপ্রাপ্ত তারা, যারা নম্র ও ভদ্র; কারণ দুনিয়া তাদেরই হবে। (৬)রহমতপ্রাপ্ত তারা, যারা আল্লাহর ইচ্ছা মতো চলার জন্য ক্ষুধার্ত ও তৃষ্ণার্ত; কারণ তারা তৃপ্ত হবে। (৭)রহমতপ্রাপ্ত তারা, যারা দয়ালু; কারণ তারা দয়া পাবে। (৮)রহমতপ্রাপ্ত তারা, যাদের অন্তর খাঁটি; কারণ তারা আল্লাহর দিদার পাবে।

(৯)রহমতপ্রাপ্ত তারা, যারা শান্তি স্থাপন করে; কারণ তাদেরকে আল্লাহর সান্নিধ্যপ্রাপ্ত বলে ডাকা হবে।

(১০)রহমতপ্রাপ্ত তারা, যারা আল্লাহর পথে চলার জন্য অত্যাচারিত, নির্যাতিত; কারণ বেহেস্তি রাজ্য তাদেরই। (১১)রহমতপ্রাপ্ত তোমরা, যখন লোকে আমার জন্য তোমাদেরকে অপমান ও অত্যাচার করে এবং তোমাদের নামে নানা রকম মিথ্যা অপবাদ দেয়। (১২)তখন আনন্দ করো ও খুশি হয়ো; কারণ বেহেস্তে তোমাদের জন্য মহাপুরস্কার রয়েছে। তোমাদের আগে যে-নবিরা ছিলেন, তাদের ওপরও তারা একইভাবে অত্যাচার করেছে।

(১৩)তোমরা দুনিয়ার লবণ। কিন্তু যদি লবণের স্বাদ নষ্ট হয়ে যায়, তাহলে তা কেমন করে আবার নোনতা করা যাবে? তা আর কোনো কাজে লাগে না; কেবল বাইরে ফেলে দেবার ও অবহেলায় পায়ের তলায় মাড়ানোর উপযুক্ত হয়। (১৪)তোমরা দুনিয়ার আলো। পাহাড়ের ওপর বানানো কোনো শহর লুকানো থাকতে পারে না। (১৫)কেউ বাতি জ্বালিয়ে লুকিয়ে রাখে না কিন্তু বাতিদানির ওপরেই রাখে। এবং তা ঘরের সকলকেই আলো দেয়। (১৬)একইভাবে তোমাদের আলো অন্যদের সামনে উজ্জ্বল হয়ে জ্বলুক, যেনো তারা তোমাদের ভালো কাজ দেখে তোমাদের প্রতিপালকের প্রশংসা করে।

(১৭)একথা মনে করো না যে, আমি শরিয়ত বা সহিফাগুলো বাতিল করতে এসেছি। আমি বাতিল করতে নয় বরং পূর্ণ করতে এসেছি। (১৮)আমি তোমাদের সত্যিই বলছি, যতোক্ষণ পর্যন্ত আসমান ও জমিন বিলুপ্ত না হচ্ছে, ততোক্ষণ পর্যন্ত শরিয়তের একটি নুক্তা বা একটি বিন্দুও বিলুপ্ত হবে না- সবই পূর্ণ হবে। (১৯)সুতরাং এই হুকুমগুলোর মধ্যে ছোট্ট একটি হুকুমও যদি কেউ অমান্য করে এবং অন্যকে অমান্য করতে শেখায়, তাহলে সে বেহেস্তি রাজ্যে ছোটো বলে গণ্য হবে। কিন্তু যদি কেউ হুকুমগুলো পালন করে ও অন্যকে পালন করতে শেখায়, তাহলে সে বেহেস্তি রাজ্যে মহান বলে গণ্য হবে।

(২০)আমি তোমাদের বলছি, আলিম ও ফরিসিদের চেয়ে আল্লাহর হুকুমের প্রতি তোমাদের বাধ্যতা যদি বেশি না হয়, তাহলে তোমরা কখনোই বেহেস্তি রাজ্যে ঢুকতে পারবে না।

(২১)তোমরা শুনেছো, আগেকার লোকদের কাছে বলা হয়েছে, ‘খুন করো না’; এবং ‘যে খুন করে, তাকে বিচারের সামনে দাঁড়াতে হবে।’ (২২)কিন্তু আমি

তোমাদের বলছি, তোমরা যদি কোনো ভাই বা বোনের ওপর রাগ করো, তাহলে তোমাদেরকে বিচারের সামনে দাঁড়াতে হবে।

যদি তোমরা কোনো ভাই বা বোনকে অপমান করো, তাহলে তোমাদেরকে মহাসভার সামনে জবাবদিহি করতে হবে। এবং যদি তোমরা বলো, 'তুমি অকাজের, একটি বোকা,' তাহলে তোমরা জাহান্নামের আগুনে পড়ার যোগ্য বলে গণ্য হবে।

(২৩)সেজন্য যখন তোমরা এবাদতখানায় এবাদত বা দান করার জন্য দাঁড়াবে, তখন যদি মনে পড়ে যে, তোমার বিরুদ্ধে তোমার ভাই বা বোনের কিছু বলার আছে, (২৪)তাহলে তোমার দান সেখানে রেখে ফিরে যাও। আগে তোমার ভাই বা বোনের সাথে বিবাদ মিটিয়ে ফেলো এবং পরে এসে এবাদত করো বা তোমার দান করো।

(২৫)কেউ যদি তোমার বিরুদ্ধে মামলা করতে যায়, তাহলে তুমি আর দেরি না করে তোমাদের দু'জনের আদালতে পৌঁছার আগেই সমস্ত বিরোধ মিটিয়ে ফেলো। তা না হলে ফরিয়াদি তোমাকে বিচারকের হাতে তুলে দিতে পারে আর বিচারক তোমাকে পুলিশে দেবে আর পুলিশ তোমাকে জেলে দেবে। ২৬আমি তোমাকে সত্যি বলছি, শেষ পয়সাটা শোধ না করা পর্যন্ত তুমি সেখান থেকে কিছুতেই বেরিয়ে আসতে পারবে না।

(২৭)তোমরা শুনেছো, একথা বলা হয়েছে, 'জিনা করো না।' (২৮)কিন্তু আমি তোমাদের বলছি, যে কেউ কোনো মহিলার দিকে কামনার চোখে তাকায়, সে তখনই মনে মনে তার সাথে জিনা করে। (২৯)তোমার ডান চোখ যদি তোমার গুনাহর কারণ হয়, তাহলে তা উপড়ে ফেলে দাও। তোমার গোটা শরীর নিয়ে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হওয়ার চেয়ে বরং তার একটি অঙ্গ হারানো তোমার পক্ষে উত্তম। (৩০)তোমার ডান হাত যদি তোমার গুনাহর কারণ হয়, তাহলে তা কেটে ফেলে

দাও। তোমার গোটা শরীর নিয়ে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হওয়ার চেয়ে বরং তার একটি অঙ্গ হারানো তোমার পক্ষে উত্তম।

(৩১)এটাও বলা হয়েছে, 'যে কেউ তার স্ত্রীকে তালাক দেয়, সে তাকে তালাকনামা দিক।' (৩২)কিন্তু আমি তোমাদের বলছি, যে কেউ জিনা করার অপরাধ ছাড়া অন্য কোনো কারণে স্ত্রীকে তালাক দেয়, সে তাকে জিনাকারিনী করে তোলে। এবং তালাক পাওয়া স্ত্রীকে যে বিয়ে করে, সেও জিনা করে।

(৩৩)আবার তোমরা শুনেছো, আগেকার লোকদের কাছে বলা হয়েছে, 'তোমরা মিথ্যা কসম খেয়ো না, বরং আল্লাহর উদ্দেশে তোমাদের সব কসম পালন করো।' (৩৪)কিন্তু আমি তোমাদের বলছি, একেবারেই কসম খেয়ো না- এমনকি বেহেস্তের নামেও না, কারণ তা আল্লাহর সিংহাসন। (৩৫)দুনিয়ার নামেও না, কারণ তা তাঁর পা রাখার জায়গা। কিংবা জেরুসালেমের নামেও না, কারণ তা মহান বাদশার শহর।

(৩৬)তোমাদের মাথার নামে কসম খেয়ো না, কারণ তোমরা তার একটি চুলও সাদা কিংবা কালো করতে পারো না। (৩৭)তোমাদের কথার 'হ্যাঁ' যেনো 'হ্যাঁ' এবং 'না' যেনো 'না' হয়; এর বেশি যা-কিছু তা শয়তানের কাছ থেকেই আসে। (৩৮)তোমরা শুনেছো, বলা হয়েছে, 'চোখের বদলে চোখ এবং দাঁতের বদলে দাঁত।' (৩৯)কিন্তু আমি তোমাদের বলছি, অন্যায়কারীকে প্রতিরোধ কোরো না; বরং কেউ তোমার ডান গালে চড় মারলে তাকে অন্য গালটিও পেতে দিয়ো। (৪০)কেউ যদি মামলা করে তোমার জামাটি নিতে চায়, তাহলে তাকে তোমার চাদরটিও নিতে দিয়ো। (৪১)কেউ যদি তোমাকে এক মাইল যেতে বাধ্য করে, তাহলে তার সাথে দু'মাইল যেয়ো। (৪২)যে তোমার কাছে কিছু চায় তাকে দিয়ো। আর যে তোমার কাছে ধার চায় তাকে তা দিতে অস্বীকার করো না।

(৪৩)তোমরা শুনেছো, বলা হয়েছে, ‘তোমার প্রতিবেশীকে মহব্বত কোরো এবং শত্রুকে ঘৃণা করো।’ (৪৪)কিন্তু আমি তোমাদের বলছি, তোমাদের শত্রুদেরও মহব্বত করো (৪৫)এবং যারা তোমাদের ওপর অত্যাচার করে, তাদের জন্য মোনাজাত করো, যেনো তোমরা আল্লাহর সান্নিধ্যপ্রাপ্ত হতে পারো। তিনি তো ভালোমন্দ সকলের ওপর তাঁর সূর্য ওঠান এবং আল্লাহর হুকুমের বাধ্য ও অবাধ্য সকলের ওপর বৃষ্টি দান করেন।

(৪৬)যারা তোমাদের মহব্বত করে, তোমরা যদি কেবল তাদেরই মহব্বত করো, তাহলে তোমরা কী পুরস্কার পাবে? কর-আদায়কারীরাও কি তা-ই করে না? (৪৭)আর তোমরা যদি কেবল তোমাদের ভাইবোনদেরই সালাম জানাও, তাহলে অন্যদের চেয়ে বেশি আর কী করছো? বিধর্মীরাও কি তাই করে না? (৪৮)সুতরাং তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের মতো খাঁটি হও।